Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সালাতের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহমুদা আক্তার

রোলঃ 227020269

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সালাতের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহমুদা আক্তার

রোলঃ 227020269

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সালাতের গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাহমুদা আক্তার, আইডিঃ 227020269 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সালাতের গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Mahmoda

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মাহমুদা আক্তার

আইডিঃ 227020269

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

সালাতের অর্থ 6

সালাতের সংজ্ঞা 6

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত 7

সালাতের বৈশিষ্ট্য 8

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি 9

ফজিলত লাভের উপযোগী কে হবেন ? 12

নামাযের ওয়াজিবসমূহ 19

সালাতের সুন্নতসমূহ 22

পুরুষ ও মহিলাদের সালাতের পার্থক্য 23

নামাজ ভঙ্গের কারন 27

সালাতের মাকরুহ সমূহ 32

অসুস্থ ব্যক্তির সালাত 34

সিজদাহে সাহু 35

সালাতের নিষিদ্ধ সময় 37

সালাত আদায়ের পদ্ধতি 38

সালাতে খুশু-খুজু 41

সালাত মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে 44

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নামাজের গুরুত্ব 50

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সালাতের উপকারীতা 54

সালাত ত্যাগকারীর বিধান 57

শেষ কথা 59

তথ্যসূত্র 61

ভূমিকা

নামাজ শব্দটি মূলত ফারসি শব্দ। বাংলা ও উর্দু ভাষাতেও এ শব্দটির ব্যবহার ব্যাপক। আরবি ভাষায় যাকে সালাত বলা হয়।

কালেমার পর সালাতই ইসলামের অধিকতর গুরুত্ব ও তাগিদপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ এবং ইসলামের সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিকতা, প্রতীক ও উত্তম ইবাদত। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা সালাতকে ঈমান নামে অভিহিত করেছেন।

বিগত শরী'আতসমূহের মধ্য থেকেও কোনো শরী'আত সালাতবিহীন ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي﴾ [ابراهيم: ٤٠]

"হে আমার রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও।" [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪)

যাবতীয় ফরয বিষয় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মারফত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ফরয হয়েছে, কিন্তু সালাতের জন্য তাঁকে আল্লাহর নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কথপোকথন করেন এবং তাঁর প্রতি (পঞ্চাশ) ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেন। অতঃপর তা থেকে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত বাকী রাখা হয় যার নেকী ৫০ ওয়াক্তেরই সমান। আল্লাহরই সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ।

সালাতের অর্থ

'সালাত' আরবি শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ হলো,

الصلاة أي الدعاء والرحمة والاستغفار

দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দরুদ পাঠ করা, রহমত, ইত্যাদি।

وصل عليهمْ إنَّ صلاتك سكن لهم والله سميع عليم

আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ।

সালাতের সংজ্ঞা

সালাতের পারিভাষিক অর্থ-

وفى الشرع أقوال وأفعال تفتيح بالتكبير وتختتم بالتسليم بشرائط مخصوصة

-কিছু পাঠ ও কিছু কাজ এর সমন্বয়ে বিশেষ একটি ইবাদত; যা [রুকু-সিজদা সহকারে] নির্ধারিত শর্তাবলি সহিত আদায় করা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করত: সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। তাকে সালাত বলা হয়।"

কালেমায়ে শাহাদাতের পর ইসলামের অন্যতম দ্বিতীয় রুকন সালাত। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

আল্লাহ মানুষকে তার এবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। শুধু মানুষ নয় ; মানুষ ও জ্বীন-উভয় জাতিকে আল্লাহ তার এবাদত তথা তার দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)الذاريات :56(

অর্থাৎ আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।

ফলে তিনি মানুষের জন্য কিছু দৈহিক, আত্মিক ও আর্থিক এবাদতের প্রচলন করেছেন। দৈহিক এবাদতের মাঝে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মহান এবাদত হল সালাত। সালাত এমন একটি এবাদত যাকে আল্লাহ তার মাঝে এবং তার বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন।

সালাতের মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহর সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতির বার বার প্রতিফলন ঘটায়। সে তার প্রভু বা স্রষ্টাকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, সে তার প্রতিশ্রুতি পালন করে যাচ্ছে। এ সালাতের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পথ কংটকমুক্ত হয়। সালাত ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব ও মমতাবোধ ফিরিয়ে আনে। গড়ে উঠে সামাজিক ঐক্য। সালাতের মাধ্যমে ছগীরা তথা ছোট ছোট গুনাহগুলো হতে পরিত্রাণ লাভ করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ হয়।

সালাতের বৈশিষ্ট্য

সালাত এমন এক এবাদত যা সারা বছর দৈনিক পাঁচ বার আদায় করতে হয়। মৃত্যু ছাড়া আর কোন অবস্থাতেই সালাত মাফ হয় না এমনকি মৃত্যুশয্যাতেও সালাত হতে বিরত থাকার কোন বিধান নেই

সালাত একমাত্র এবাদত যা আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের উপরেই ফরজ করাকে শ্রেয় মনে করেছেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মেরাজে গমন করেন তখন আল্লাহ তাআলা সরাসরি-কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে সালাতের দায়িত্ব দেন।

এতে সালাতের মহত্ত্ব, মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রতিফলন ঘটে। রব ও স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অভিপ্রায়ী একজন মুসলমানের কর্তব্য হল, সে এ মহান এবাদতটির মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুধাবন করবে। এবং তার যথার্থতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হবে। এছাড়া ও সালাতের অনেক লাভ ও ফজিলত আছে। নিম্নে এর কয়েকটি ফজিলত আলোচনা করা হল।

১- আল্লাহর একাত্ববাদ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেসালাতের স্বাক্ষ্য দেয়ার পর সালাত হল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামঈমাননের পরেই সালাতের কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি বলেন –

،بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، و صوم رمضان، وحج البيت) .رواه البخاري:7 و مسلم:19(

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি

১-এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামআল্লা¬হর রাসূল।
২-সালাত কায়েম করা।
৩-যাকাত প্রদান করা।
৪-রমজানের রোজা রাখা।
৫-বাইতুল্লাহর হজ করা। (বোখারি : ৭ মুসলিম : ১৯)

তিনি আরো বলেন –

رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، و ذروة سنامه الجهاد) .رواه الترمذي(:

সবকিছুর মূল হল ইসলাম, আর ইসলামের খুঁটি সালাত, আর ইসলামের শীর্ষ পীঠ হল জিহাদ। (তিরমিযি:৩৫৪১)

২-সালাত আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বোত্তম আমল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেন :—

استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) .رواه ابن ماجة:273(

তোমরা অটুট ও অবিচল থাক, গণনা করো না, আর মনে রাখবে তোমাদের সর্বোত্তম আমল হল সালাত, একজন মোমিন অবশ্যই সর্বদা ওজুর সংরক্ষণ করতে থাকে। (ইবনে মাজাহ :২৭৩)

৩– সালাত নূর- যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : –

الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك (أو عليك .رواه مسلم:327

পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক আর আলহামদুলিল্লাহ পাল্লাকে সম্পূর্ণ করে, সুবহানালহ ও আলহামদুলিল্লাহ আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে। সালাত নূর-আলো। দান খয়রাত প্রমাণ স্বরূপ। ধৈর্য উজ্জলতা আর কোরআন তোমার পক্ষে প্রমাণ অথবা তোমার বিপক্ষে প্রমাণ। (মুসলিম:৩২৭)

৪– সালাত আল্লাহর নৈকট্য ও উচ্চ-মর্যাদা লাভের উপকরণ। সাওবান (রা:) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে এমন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামউত্তরে বললেন, তুমি বেশি করে আল্লাহর জন্য সেজদা-সালাত আদায় করতে থাক, কারণ তোমার প্রতিটি সেজদার কারণে আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার গুনাহ মাপ করবেন। (মুসলিম:৭৩৫)

তিনি-সা. আরো বলেন –

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء) .رواه مسلم:744(

বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করে যখন সে সেজদারত থাকে। সুতরাং তোমরা সেজদার অবস্থায় বেশি বেশি প্রার্থনা কর। (মুসলিম:৭৪৪)

৫– সালাত পাপ মোচনকারী এবং ছোট ছোট গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : –

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن مالم يغش الكبائر) .رواه مسلم:344(

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমা হতে আরেক জুমা মধ্যবর্তী গুনাহ সমূহের প্রায়শ্চিত্ত করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত না হয়। (মুসলিম:৩৪৪)

এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুনাহ প্রায়শ্চিত্তের একটি দৃষ্টান্ত এভাবে বর্ণনা করেন ; তিনি বলেন –

أرأيتم لوأن نهراً بباب أحدكم، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فكذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا.) رواه مسلم:497)

যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি পুকুর থাকে আর তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তার শরীরে কোন ময়লা আবর্জনা অবশিষ্ট থাকে ? সাহাবিরা উত্তরে বললেন, না। রাসূল সা. বলেন-অনুরূপ ভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ; আল্লাহ তাআলা দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় করা দ্বারা গুণাহ-পাপাচারগুলো ধুয়ে মুছে ফেলেন। (মুসলিম:৪৯৭)

তিনি আরো একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে বলেন –

إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه، كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة .رواه أحمد:20576)

মুসলিম বান্দা যখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে তখন তার গুনাহ এমনভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেমন এই বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়ে। (আহমদ : ২০৫৭৬)

৬-সর্ব প্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নেয়া হবে। তাতে হয় সে মুক্তি পাবে অথবা ধ্বংস হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেন :—

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائرعمله، وإن فسدت فسد سائر عمله) .رواه الترمذي:278(

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব হবে। যদি সালাত ঠিক হয় তবে তার সকল আমল সঠিক বিবেচিত হবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয় তবে তার সকল আমলই বিনষ্ট বিবেচিত হবে। (তিরমিযি:২৭৮)

৭-সফলতা ও সম্মানিত স্থান জান্নাতে প্রবেশকে আল্ল¬¬হ তাআলা সালাতের উপরই স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন : –

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿1﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿2﴾).سورة المؤمن(

মোমিনগণ সফলকাম, যারা তাদের সালাতে নম্রতা ও ভীতির সাথে দণ্ডায়মান হয়। (সূরা মোমিন : ১-২)

অতঃপর বলেন :—

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿9﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿10﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿11﴾)سورة المؤمن(

‘‘আর যারা তাদের সালাতে যত্নবান, তারাই জান্নাতের ওয়ারিশ-যারা ফিরদাউসের ওয়ারিশ হবে এবং তথায় তারা চিরকাল থাকবে।(সুরা আল-মোমিন:৯,১০,১১)

মনে রাখতে হবে সালাত যেহেতু আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল আল্লাহর নৈকট্য লাভের ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ, সালাতের হেফাজত করলে মুক্তি, অন্যথায় ধ্বংস ইত্যাদি-তাই নি:সন্দেহে বলা যায় যে সালাত একটি মহান কাজ যার গুরুত্ব দেয়া অতীব জরুরি। আর তা বাস্তবায়িত হয় সালাত, তার বিধানাবলী তথা রুকন ও ওয়াজিবসমূহ শিক্ষা, সালাতে একাগ্রতা ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমেই।

ফজিলত লাভের উপযোগী কে হবেন ?

যার সালাতে নিম্ন বর্ণিত বিষয় পাওয়া যাবে, সেই একমাত্র উক্ত ফজিলত লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

১-শরয়ি পদ্ধতি-যে পদ্ধতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসালাত আদায় করতেন। শর্ত পূর্ণ করা, সালাতের রুকন ও ওয়াজিব যথাযথ ভাবে আদায় করা এবং সুন্নতগুলো গুরুত্বের সাথে আদায় করতে চেষ্টা করা।

২– সালাত খুশু ও একাগ্রতার সাথে আদায় করা। আল্লাহ বলেন : –

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿1﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿2﴾ .سورة المؤمن:1,2

"মোমিনগণ সফলকাম, যারা তাদের সালাতে নম্রতা ও ভীতির সাথে দাঁড়ায়। (সুরা আল-মোমিন:১,২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেন :—

ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله .رواه مسلم :335)

যে কোন মুসলমানের জন্য যখন ফরজ সালাতের সময় উপস্থিত হয়, অত:পর সে সুন্দরভাবে ওজু করে এবং সুন্দরভাবে রুকু সেজদা করে, এতে তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। যদি সে কোন কবিরা গুনাহ না করে, আর এভাবে সর্বদা চলতে থাকে। (মুসলিম:৩৩৫)

৩-সময় মত সালাত আদায় করা –

،وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله ؟ فقال الصلاة على وقتها (قيل :ثم أي؟ قال :بر الوالدين، قيل :ثم أي؟ قال :الجهاد في سبيل الله (.رواه البخاري:496

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করা হল, আল্লাহর নিকট কোন আমল সবচেয়ে বেশি প্রিয় ? তিনি বলেন-সময় মত সালাত আদায় করা, আবার জিজ্ঞাসা করা হল তার পর কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন-মাতা পিতার সাথে সদাচরন করা। আবার জিজ্ঞাসা করা হল তার পর কোনটি? উত্তরে বললেন আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (বোখারি:৪৯৬)

৪-মসজিদে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা। জামাতে সালাত আদায় ওয়াজিব। (জামাতের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে।)

সালাত ফরজ হওয়ার হিকমত ও উপকারিতা:—

আল্লাহ সালাতকে তার ও বান্দার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন, আল্লাহ অবশ্যই তার বান্দাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তার বান্দাদের অবস্থা ও স্বভাব সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি মহা মর্যাদাবান-পরাক্রমশীল তিনি বান্দার ডাকে সাড়া দেন এবং তাদের দোয়া কবুল করেন।

আল্লাহ মানুষের স্বভাব সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন, কারণ তিনি তাদের স্রষ্টা। তিনি বলেন –

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) .الملك :14(

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না ? তিনি সূক্ষ্মদর্শী সম্যক অবগত। (সুরা মুলক)

আল্লাহ মানুষের দুর্বলতা, অক্ষমতা, দরিদ্রতা ও অভাব-সবই জানেন। তিনি এও জানেন যে, তাদের এমন এক মহা শক্তি বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন, যার নিকট তারা বিপদে আশ্রয় নিবে, তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, অতপর আল্লাহ নিজেই তার বান্দাদের জন্য এর পথ ও প্রবেশদ্বার খুলে দেন-দৈনিক পাঁচ বার নির্দিষ্ট সময়ে বান্দা সে পথ ও প্রবেশদ্বারের ফটক খুলবে এবং এ ছাড়াও যখন ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। যেমন বকর আল মুযানী রহ.বলেন-

হে বনী আদম-আদম সন্তান ! তোমার মত আর কে হতে পারে ? তোমার মাঝে আর মিহরাবের ও পানির মাঝে কোন বাধা অবশিষ্ট রইল না। যখনই তুমি চাও আল্লাহর দরবারে প্রবেশ করতে পার তোমার ও প্রভুর মাঝে কোন মধ্যস্থতা কারী নেই।

মুসলিম বিন ইয়াছার বলেন, এমন স্বাদ আর কোন স্বাদ গ্রহনকারীই উপভোগ করতে পারেনি, যেমনটি উপভোগ করেন ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর সাথে নির্জনে কথোপকথন করে।

আল্লাহর- স্বীয় বান্দার প্রতি -অপার অনুগ্রহ হল, তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের বিনিময়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের সওয়াব দান করবেন। এ মানুষের জন্য

একটি মহান প্রতিদান, যাতে মানুষ এ সালাতকে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করে এবং একে অধিক মনে না করে এবং তা আদায়ে কোন প্রকার অলসতা না করে।

সালাত ফরজ হওয়ার হিকমত ও কিছু উপকারিতা জানা অতীব জরুরি। আর তা নিম্নরূপ :

১-আল্লাহর জিকিরের প্রতিষ্ঠা করা। সালাত মানুষকে তার স্রষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং সালাতে অন্তরের উপস্থিতি প্রয়োজন। সালাত শুধু প্রাণহীন নড়াচড়ার নাম নয়। এই সালাত সম্পর্কে রাসূল সা: বলেন :—

وجعلت قرة عيني في الصلاة) .رواه النسائي:3878(

সালাতেই আমার চোখ জুড়ানো ও শীতলতা নিহিত। (নাসাঈ:৩৮৭৮)

এবং বেলাল রা: তিনি বলেন:

(أقم الصلاة، أرحنا بها رواه أبوداود:4333

তুমি সালাতের ব্যবস্থা কর এবং তার মাধ্যমে আমাকে তৃপ্ত কর। (আবু দাউদ:৪৩৩৩)
মূলত প্রকৃত মোমিনের জন্য সালাত এমন, মাছের জন্য পানি যেমন। মাছ পানি ছাড়া বাঁচতেই পারে না। অপর দিকে মুনাফেক দুর্বল ইমানদার সে সালাতে খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মত, যে কোন উপায়ে সে তা হতে মুক্তি চায়।

২-সালাত একজন মুসলমানের মনোবল চাঙ্গা করে এবং শক্তি বৃদ্ধি করে। ফলে সে তার জন্য ইহকালীন জীবনের কষ্ট ক্লেশ এবং জাগতিক সকল প্রকার বিপদ আপদ মোকাবিলা করা সহজ হয়। আল্লাহ বলেন :—

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾) .البقرة 45.46(

এবং তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্যই তা কঠিন কিন্তু বিনীতগণের জন্যে নয়। যারা ধারণা করে যে নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং তারা তারই দিকে প্রতিগমন করবে। (সুরা বাকারাহ : ৪৫,৪৬)

একারণেই যখন রাসূল সা: কোন বিষয়ে চিন্তিত হতেন তাড়াতাড়ি সালাতে মগ্ন হতেন। সালাতের মাধ্যমে একজন মোমিন সরাসরি তার প্রভুর সান্নিধ্য পৌঁছে। এবং আল্লাহর নিকট বিপদাপদ ও দু:শ্চিন্তার কারণ গুলো তুলে ধরেন। তার রহমতের ফটক উন্মুক্ত

বা খুলে দেয়ার জন্য আকুতি পেশ করেন। একজন সত্যিকার মোমিন অবশ্যই সালাতে তৃপ্তি, প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি অনুভব করে। সে আল্লাহু আকবর বলে সালাত আরম্ভ করার সময় অনুভব করে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সব কিছু হতে বড়। এবং সুরা ফাতেহা পড়ার সময় যখন-(আলহামদু লিল্লাহ) বলে তখন আল্লাহর নেয়ামতের অনুভূতিতে তার মন ভরে যায়। আর যখন সে (الرحمن الرحيم) পড়ে তখন সে অনুভব করে যে আমি রহমানের প্রতি কতই না মুখাপেক্ষী। তখন তার মানস্পটে আশা আরো বিশাল আকার ধারণা করে। আর যখন পড়ে (مالك يوم الدين) তখন আল্লাহর বড়ত্ব ও ইনসাফের কথা তার অন্তরে ফুটে উঠে আর ভয়ভীতি অনুভূত হয়। অত:পর সে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য, আর তা আদায় করতে হলে প্রয়োজন আল্লাহর সাহায্য। সে প্রার্থনা করে এ বলে (إياك نعبد وإياك نستعين) অতঃপর সে স্মরণ করে যে, সে সর্বদা সঠিক পথের সন্ধান পাওয়ার মুখাপেক্ষী। তাই সে আল্লাহর নিকট দোয়া করে- اهدنا الصراط المستقيم

রাসূল সা: জিকির পবিত্রতা ও সালাতের ভূমিকা ও প্রভাবের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন-

يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة :عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان) .رواه البخاري:1074(

শয়তান ঘুমন্ত মানুষের ঘাড়ের পশ্চাতে তিনটি গিরা দেয়। আর প্রতিটি গিরায় সে বলে- আরে এখনও অনেক রাত বাকি তুমি ঘুমাও। আর যখন লোকটি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর জিকির করে তখন একটি ঘিরা খুলে যায়। আর যখন ওজু করে তখন তার আর একটি গিরা খুলে যায় আর যখন সালাত পড়ে আর একটি গিরা খুলে যায়। ফলে সে সকাল করে উদ্যমতা ও প্রফুল্ল মন নিয়ে। অন্যথায় সকাল করে অকর্মা এবং অপবিত্র মন নিয়ে (বোখারি:১০৭৪)

এবং কাফেররাও সালাতের পর আত্মতৃপ্তি ও অধিক কর্মোদ্যমী হওয়ার কথা স্বীকার করে। তাদের সালাতের যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে মুসলমানদের সালাতের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত ?

৩- সালাত মোমিনের অন্তর ও মনুষত্বকে শক্তিশালী করতে সহযোগিতা করে এবং তাকে কল্যাণকর কাজে উৎসাহ জোগায় ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার জন্য শক্তি জোগায়। এছাড়া সালাত অন্তরে আল্লাহর ধ্যানকে বদ্ধমূল করে এবং ওয়াক্ত সংরক্ষণের

প্রতিশ্রুতি পূরণে সমর্থন দেয় এবং প্রবৃত্তির চাহিদা ও আলস্যকে পরাজিত করে। আল্লাহ বলেন :—

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿19﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿20﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿21﴾
إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿22﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿23﴾). المعارج19-23(

মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয় হা-হুতাশকারী। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন হয় অতি কৃপণ। তবে নামাজিরা ব্যতীত, যারা তাদের সালাতে সদা নিষ্ঠাবান। (সুরা মাআরিজ ১৯-২৩) আল্লাহ আরো বলেন –

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.)العنكبوت(

এবং সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে। (সুরা আনকাবুত -৪৫)

সালাতের ফরজসমূহ

নামাজরে ফজরসমূহ (আরকান ও আহকাম):

আহকাম ও আরকান মিলিযয়ে নামাজের ফজর মোট ১৩টি। নামাজ শুরু হওয়ার আগে বাইরে যেসব কাজ ফজর, সেগুলোকে নামাজের আহকাম বলা হয়।

নামাজের আহকাম ৭টি। যথাঃ

১. শরীর পাক হওয়াঃ এ জন্য অজুর দরকার হলে অজু বা তায়াম্মুম করতে হবে গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল বা তায়াম্মুম করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্য ন্ত পা (ধৌত কর)। (সূরা মায়েদা- ৬)

"২. কাপড় পাক হওয়াঃ পরনের জামা, পয়াজামা, লুঙ্গা, টুপি, শাড়ি ইত্যাদি পাক পবিত্র হওয়া ।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ, আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর ।(সূরা মুদ্দাসসিরঃ ৪)

৩. নামাজরে যায়গা পাক হওয়াঃ অর্থাৎ নামাজির দু 'পা, দু'হাঁটু,দু'হাত ও সিজদার স্থান

পাক হওয়া ।

৪. সতর বা শরীর ঢাকাঃ পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের দু কব্জি,পদদ্বয় এবং মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

يَٰبَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِ

অর্থঃ হে বনী আদম তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর। (সূরা আরাফঃ৩১)

৫. কিবলামুখী হওয়াঃ কিবলা মানে কাবার দিকে মুখ করে নাজমা পড়া।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"

আর তুমি যেখান থেকেই বের হও তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক তার দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও। (সূরা বাকারাঃ ১৫০)

৬. ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ পড়াঃ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ সময়মতো আদায় করতে হবে । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ নিশ্চয়

সলাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয। (সূরা নিসাঃ১০৩)

৭. নামাজের নিয়্যাত করাঃ নামাজ আদায়ের জন্য সেই ওয়াক্তের নামাজের নিয়্যাত করা

আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

নিশ্চই আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। (বুখারী,হাদিস-১)

নামাজ শুরু করার পর নামাজের ভেতরে যেসব কাজ ফজর তাকে আরকান বলা হয়। নামাজরে আরকান ৬টি । যথাঃ

১. তাকবিরে তাহরিমা বলাঃ অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্বসূচক শব্দ দিয়ে নামাজ আরম্ভ করা। তবে ‘আল্লাহু আকবর' বলে নামাজ আরম্ভ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ এ আর তোমার রবের শ্রষ্ঠেত্ব ঘোষণা কর। (সূরা মুদ্দাসসিরঃ৩)

২. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াঃ মানে কিয়াম করা। আল্লাহ বলেনঃ

وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

তোমরা সলাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত
হয়ে। (সূরা বাকারাঃ ২৩৮)

৩. ক্বেরাত পড়াঃ চার রাকাত বিশিষ্ট ফজর নামাজের প্রথম দু'রাকাত এবং
ওয়াজিব,সুন্নাত,নফল নামাজের সকল রাকাতে ক্বিরাত পড়া ফজর । আল্লাহ বলেনঃ

فَٱقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ

অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। (সূরা মুযাম্মিল,আয়াত ২০)

৪. রুকু করাঃ প্রতিটি নামাজের প্রত্যেক রাকাতে রুকু করা ফজর । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّٰكِعِينَ

অর্থ ঃআর তোমরা সলাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকূ
কর। (সূরা বাকারাঃ৪৩)

৫. সিজদা করাঃ নামাজরে প্রত্যেক রাকাতে সিজদা করা ফজর । আল্লাহ তাআলা বলেন,

(يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং
ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে। (সূরা হজ্জঃ ৭৭)

৬. শেষ বৈঠক করাঃ নামাজের শেষ রাকাতে সিজদার পর তাশাহুদ পড়তে যতটুকু সয়ম
লাগে ততটুকু সয়ম বসা ।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ قُمْ فَإِذا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ

অর্থ, “অতঃপর ধীর স্থিরভাবে উঠে বসবে। পরে উঠে দাঁড়াবে । এইরূপ করতে পারলে তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

ওয়াজিব অর্থ হলো আবশ্যক । নামাযের মধ্যে কিছু বিয়ষ আছে অবশ্য করণীয়। তবে তা
ফজর নয়, আবার সুন্নাতও নয় । যা ভুলক্রমে ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়। আর ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। নিচে ওয়াজিবসমূহ উপস্থাপন করা
হলো । রুকন এর পরেই ওয়াজিব এর স্থান যা আবশ্যিক । যা ইচ্ছাকৃতভাবে
"
তরক(বাদ) করলে নামায বাতিল হয়ো যায় এবং ভূলক্রমে তরক করলে “ সিজদায়ে সাহু’
দিতে হয় । নামাযের ওয়াজিব মোট ১৪টি।যথাঃ

১. সূরা ফাতিহা পাঠ করাঃ ফরয নামাযের প্রথম দু
রাক'আতে এবং সকল প্রকার
নামাযের প্রত্যেক রাকা ‘আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব । ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত
ও নফল সব ধরণের নামাযের ক্ষেত্রে এটা প্রজোয্য। এটাই ইমাম আবু হানিফা (রহতুল্লাহ
আলাই) এর অভিমত। তবে ইমাম শায়েফী (রহমতুল্লাহ আলাই) এটাকে ফরয হিসেবে সাব্যস্ত করেেন। তাঁর দলিল-
সারা বছর যে নামাযে ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায
হয়নি” (বুখারী)

২. সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোঃ ফরয নামাযসমূহের প্রথম দু 'রাক'আতে সূরা
ফাতিহার সাথে যেকোনো সূরা বা আয়াত মিলিয়ে পড়া কমপক্ষে বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পাঠ করা আবশ্যক ।

৩. তারতীব মত নামায আদায় করাঃ তারতীব অনুযায়ী নামায অর্থাৎ নামাযে যে সকল কাজ বারবার আসে ঐ কাজগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা ওয়াজিব । যেমন রুকু সিজদা যা নামাযের প্রতি রাক'আতে বারবার আসে। কিরা 'আত পাঠ শেষ করে রুকু

এবং রুকু শেষ করে উঠে সিজদা করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে নামায নষ্ট হবে এবং
নতুন করে নামায আদায় করতে হবে।

৪. প্রথম বৈঠকঃ চার রাকা'আত ও তিন রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে দু রাকা'আত শেষ করে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে যতটুকু সয়ম লাগে, সে পরিমাণ সময় পর্যন্ত বসে থাকা ওয়াজিব।

৫. আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করাঃ নামাযের উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব। আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানতে পারি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন তুমি আত্তাহিয়্যাতু পড়া । সুতরাং আলোচ্য হাদীসটিই প্রথম ও শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করে।

৬. প্রকাশ্য কিরা'আত পাঠ করাঃ যে সকল নামাযে প্রকাশ্য বা উচ্চঃস্বরে কিরা 'আত পাঠ
করার নির্দেশ রয়েছে সেগুলোতে প্রকাশ্য কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন-ফজর মাগরিব, ইশা, জুমু'আ' দু'ঈদের নামায ও তারাবীর নামায। অবশ্য একাকী আদায় করলে কিরা'আত উচ্চঃস্বরে পাঠ করা আবশ্যক নয়।

৭. চুপিসারে কিরা ‘আত পাঠ করাঃ যেমন নামাযে চুপে চুপে কিরা
'আত পাঠ করার
নির্দেশ রয়েছে সেসব নামাযে নীরবে বা চুপে চুপে কিরা 'আত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন-
যোহর ও আসরের নামায ।

৮. তাদীলে আরকান বা ধীরস্থিরভাবে নামায আদায় করাঃ নামাযের সব কাজ ধীরে-
ও সিজদা নিশ্চিত ও প্রশান্ত মনে তাড়াহুড়া না করে
সুস্থে করতে হবে। যেমন রুকু
ভালোভাবে আস্তে আস্তে আয়দা করা ওয়াজিব।

৯. রুকু’ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোঃ অর্থাৎ রুকু ' শেষে সিজদা করার পূর্বে সোজা হয়ে
দাঁড়ানো ।

১০. সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসাঃ দু ' সিজদার মাঝখানে সেজা হয়ে বসা ওয়াজিব
।

১১. সালাম বলাঃ নামায শেষে “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ” বলে নামায শেষ করা । ইমাম শায়েফী রাহমাতুল্লাহ আলাই এর মতে এটি ফরজ ।

১২. তারতীব ঠিক রাখাঃ প্রত্যেক রাকা'আতের তারতীব বা ধারাবাহীকতা ঠিক রাখা অর্থাৎ আগের কাজ পেছনে এবং পেছনের কাজ আগে না করা।

১৩. দু'আ কুনুত পাঠ করাঃ বেতরের নামাযে দু'আ কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব

১৪. ঈদের নামাযে তাকবীরঃ দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলা ওয়াজিব।

সালাতের সুন্নতসমূহ

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের আগে-পরে ১২ রাকাত সুন্নত নামাজ রয়েছে, যার গুরুত্ব অপরিমসী। শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নত বলা হয়, ওই আদেশমূলক বিধানকে, যা ফরজ-ওয়াজিবের মতো অপরিহার্য না হলেও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিয়মতি আমল থেকে তা প্রমাণিত। -(ফিকহুস সুন্নাহ, ১৬০)

সুন্নত নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছ, কেয়ামতের দিন কারও ফরজ নামাজে ঘাটতি থাকলে, এ নামাজ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সেই ঘাটতি পূরণ করবেন।

সুতরাং (হিসাবের সময়) ফরজ নামাজের কোনও কমতি দেখা গেলে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বলবেন, 'দেখ, আমার বান্দার কোনও নফল (নামাজ) আছে কি না।' অতএব তার নফল নামাজ দ্বারা ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর অন্য আমলের হিসাব গ্রহণ করা হবে।' -(সুনানে আবু দাউদ, ৭৭০, তিরমীজি, ৩৩৭, ইবনে মাজাহ, ১১৭)

উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছনে, যে ব্যাক্তি রাতে ও দিনে ১২ রাকাত নামাজ আদায় করলো, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘড় নির্মাণ করা হলো। সেগুলো হলো জোহরের (ফরজ নামাজের) পূর্বে চার রাকাত, পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, ইশার পর দুই রাকাত, ফরজ নামাজের পূর্বে দুই রাকাত। - (তিরমীজি, কিতাবুস সালাত, ১/ ৪৪০,৪৪০)

আম্মাজান হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছনে, 'যে ব্যাক্তি নিয়মনিষ্ঠভাবে দিন-রাতে ১২ রাকাত

নামাজ পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; জোহরের (ফরজ নামাজের) আগে চার রাকাত

ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের (ফরজের) আগে দুই রাকাত।' (নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৫৭৭)

পুরুষ ও মহিলাদের সালাতের পার্থক্য

পুরুষ এবং মহিলাদের সালাতের মধ্যে মৌলিক তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তবে পাচঁটি স্থানে পুরুষ এবং মহিলাদের সালাতের মধ্যে পার্থক রয়েছ। সেই পার্থক্যের কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে পুরুষ এবং মহিলাদের সালাতের মধ্যে আরও কিছু পার্থক্য হওয়ার দাবী রাখে।প্রথমে পাচঁটি পার্থক্য উল্লখে করব। তারপর সেই পার্থক্যকে কেন্দ্র করে সালাতের অন্যান্য আলোচনা করব।

১. হাত উঠানোর ক্ষেত্রে পার্থক্য :

হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, পুরুষের মতো কান পর্যন্ত উঠাবে না। মহিলারা তাকবীরে তাহমরী। বলার মসয় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। (কান পর্যন্ত উঠাবে না।)

হযরত আতা রাহি. বলেন:

لار فعُ بِذلكَ يَدِيَهَا كَالرَّجُل

'মহিলারা পুরুষের মতো হাত উঠাবে না ।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা,৪৮৮৯)

মহিলারা পুরুষের মতো হাত উঠাবে না। তাহলে কীভাবে হাত উঠাবে? এই জবাব রয়েছ অন্য হাদীসের মধ্যে।

হাদীসে এসেছনে-

عَنْ وَائلِ بِرِّحُج رٍ قَالَ :قَالَ لي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ :يَا وَايلٌ بِحُج رٍ إذَا صَلَّيتُ فَاجْعَلْ يَدِيَكُم ذَاءَ أذنيك وَالْمَ أَقَجَ عَلْ يَدِيَهُم ذَاءَ ثَدَيِيها

"ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাদি. বলেন, রাসূল্ললাহ সল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে

বললেন: হে হুজর! যখন তুমি সালাত পড়বে তখন তোমার হাতকে কান বরাবর উঠাবে। আর মহিলা তার হাতকে কাঁধ বরাবর উঠাবে । (আল-মুয়মজুল কাবীর,২৮)

প্রখ্যাত তাবেয়ী মমহা যুহরী রাহি. বলেন:

تَرَ فَعْ يَدَيَهَا حَذْوَ كَذَّ بَيها

'মহিলা তার হাতকে কাঁধ বরাবর উঠাবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস-২৪৭২)

২. সাজদার ক্ষেত্রে পার্থক্য:

সাজদার সময় মহিলারা হাতকে জমানের সাথে এবং পেটকে উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে । কেননা সাজদার ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের মতো নয় । সাজদার ক্ষেত্রে মহিলারা

হাতকে জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে:

হাদীসে এসেছ-

عَنْ يَزِيدَ بِنْ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى امْرَأَتِيَنُ تُصَلِّيَانِ
فَقَالَ :إِذَا سَجَدتُّمَا فَضَما بَعْضَ مِ إِلَى الَّا ضِ، فَإِنَّ الْمَ أَةً لَيَسْتْ فِي ذلك كالرّجُل

হযরত ইয়াযিদ ইবনে হাবিব রাদি. বলেন: রাসূল্ললাহ ল্ললসাাাাহু আলাইহি ওয়া মল্লসাি সালাতরত দুই মহিলার শপা দিয়ে যাচ্ছলেন। তখন তিনি তাদেরকে বললেন: যখন মেতারা সাজদা করবে তখন হাতকে জমানের সাথ েমালিয়ে রাখবে। কেননা সাজদার ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের মতো নয়। (আস-সুনানুল কবুত্তা,৩৩২৫)

সাজদার মধ্যে মহিলারা পেটকে উরুর সাথে মালিয়ে রাখবে: হাদীসে এসেছ-

عَنْ عَبدِ اللَّهِ مِنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليہ وسلم :واذا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنها
فهذ ذيها كأسَتْرَ مَا يَكُونُ لَهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيها
وَيَقُولُ :يَا مَلَائِكَتَي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدَّغْفَرَ تْ لَهَا

‘হযরত আবাদাহ ইবনে মওর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূল্ললাহ সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: . যখন মহিলারা সাজদা করবে তখন পেটকে উরুর সাথে একেবারে মালিয়ে রাখবে। এটা তার সতরের জন্য বেশি উপক্তযু । মহান আল্লাহ তাকে দেখেন এবং ফিশিরতাদেরকে বলেন: হে আমার ফিশিরতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো, তাকে ক্ষমা করে দিলাম।' (আস-সুনানুল কবুগ্তা, হাদীস-৩৩২৪)

৩. বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য

বৈঠকের মধ্যে মহিলারা ডান উরুকে বাম উরুর উপর রাখবে । হাদীসে এসেছে

عَنْ عَبدِ اللَّهَ بِنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :إِذَا جَلَسْتُ الْمَ أَةٌ فِي الصَّلَاةِ
وَضَعَنهُمْ دُهَا عَلَهُمْ دَهَا الأُخْرَى كاستر ما يكون
لَهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنظُرُ إليها وَيَقُولُ :يَا مَلائِكَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَكَفَرَ ثُ لَهَا

'হযরত আবাদাহ ইবনে মওর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূল্ললাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: মহিলারা যখন সালাতের মধ্যে বসবে তখন তার (ডান) উরুকে অপর উরুর উপর রাখবে। . . . . .

এটা তার সতরের জন্য বেশ উপযুক্ত। মহান আল্লাহ
তাকে দেখেন এবং ফিশিরতাদেরকে বলেন: হে আমার ফিশিরতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।' (আস-সুনানুল কবুগু়া,৩৩২৪)

৪. জড়োসড়ো হয়ে থাকার ক্ষেত্রে:

উপরে উল্লেখিত হাদীসমসূহ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছ যে, পুরুষ ও মহিলাদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি এক ধরণের নয়। এ থকাও বুঝা গেছে যে, মহিলারা সালাতের মধ্যে সাধারণত সতরকে যথা সম্ভব বেশী করে রক্ষা করতে হবে। এজন্য মহিলাদের উচিত হচ্ছে জড়সড় হয়ে এবং একটি অঙ্গকে আরেকটি অঙ্গের সাথে মিলিয়ে রাখা। হযরত ইবনে আব্বাস রাদি, এর উক্তি থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। মেযন-

عَنِ ابنُ عَبَّاسِ أَنَّهُ سُئل عَنْ صَلَاةِ الْمَأَةِ أَ فَقَالَمْ تَمَعُ وَتَحتفز.

'হযরত ইবনে আব্বাস রাদি প্লআাহু তায়ালা আনহুকে মহিলাদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন; মহিলারা জড়সড় হয়ে এবং ঈঅগুলোকে একটির সাথে আরেকটিকে মালিয়ে রাখবে । (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস- ২৭৯৪)

৫. সতরের ক্ষেত্রে পার্থক্য:

পুরুষদের সতর:

পুরুষের জন্য সালাতে এবং সালাতের বাহিরে নাভীর নিচ থেকে উভয়
হাঁটু সহ ঢেকে রাখা আবশ্যক ।
উল্লেখ্য, নাভী থেকে হাটুর ভিতরের অংশ যদি বিবস্ত্র অবস্থায় থাকে;
তাহলে তখন অন্য কোন পুরুষেরও তার দিকে তাকানো জায়েয নেই।

মহিলাদের সালাতের ভিতরের সতর:

আর মহিলাদের জন্য [সালাতে] সম্পূর্ণ চেহারা, উভয় হাতের তালু এবং
উভয় পায়ের তালু ব্যতিত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা আবশ্যক। অবশ্য যদি

উভয় হাত (কবজি পর্যন্ত) ও উভয় পা (গোড়ালী পর্যন্ত) সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় তাহলেও একটি গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী নামায শুদ্ধ হবে।
(সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তমসূহে)
এতোক্ষণ পুরুষ এবং মহিলাদের সালাতের উল্লখেযোগ্য এবং মালিক পাচঁটি পার্থক্যের হাদীস ভিত্তিক আলোনা করেছি সেই পাচঁটি পার্থক্য হচ্ছে
১. হাত উঠানোর ক্ষেত্রে পার্থক্য:
২. সাজদার ক্ষেত্রে পার্থক্য:
৩. বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য:
৪. জড়োসড়ো হয়ে থাকার ক্ষেত্রে:
৫. সতরের ক্ষেত্রে পার্থক্য:

উল্লখিত পাচঁটি পার্থক্যের ভিত্তিতে আরও যেসব ক্ষেত্রে পার্থক্য হওয়ার দাবী রাখে তা হচ্ছে-
৬. বুকের উপর হাত বাধবে, নাভির নীচ হাত বাঁধবে না:
৭. হাত চাদর বা ওড়না ইত্যাদির ভেতর থাকে বের করবে না ।
৮. মহিলারা শুধু ডান হাতের পাতা বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে। পুরুষের ন্যায় কব্জি ধরবে না এবং গোলাকৃতিও বানাবে না।
৯. রুকুর মধ্যে সামান্য ঝুকবে।
১০. রুকুর মধ্যে উভয় হাতের আঙ্গলগুলো মিলিয়ে হাটুর উপর রাখবে।
১১. রুকু অবস্থায় কনুই পাঁজরের সঙ্গে চাপিয়ে রাখবে।
১২. রুকুর মধ্যে উভয় পা একেবারে সোজা করে রাখবে না বরং হাঁটুকে সামনের দিকে কিছুটা বাকা করে দাঁড়াবে।
১৩. সাজদার মধ্যে হাত-পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে রাখবে, কিন্তু পা খাড়া করবে না । বরং ডান দিকে বের করে দেবে ।
১৪. বসার মসয় বাম দিকে নিতম্বের উপর ভর করে বসবে।
১৫. উভয় পা ডান দিকে বের করে রাখবে।
১৬. আত্তাহিয়্যাতু এবং দুই সাজদার মাঝের বৈঠকের সময় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে।
(আমার সালাত)

নামাজ ভঙ্গের কারন

নামাজ ভঙ্গ হওয়ার প্রসিদ্ধ কারণ ১৯টি :

১. নামাজে অশুদ্ধ পড়া।

নামাজের ভেতর কিরাতে যদি এমন পরিবর্তন হয় যার ফলে কোরআনের অর্থ ও উদ্দশ্যে সম্পূর্ণ পাল্টে যায়, তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে, আবার তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী : ১/৬৩৩-৬৩৪, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/৮০, ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত : ৩/৩৪৪)

২. নামাজের ভেতর কথা বলা ।

নামাজে এমন কোনো অর্থবোধক শব্দ করা, যা সাধারণ কথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় । (হোক সেটা এক অক্ষর বা দুই অক্ষরে ঘটিত) তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে

শামী ১/৬১৩, আল বাহরুর রায়েক : ২/২)

মুআবিয়াহ ইবনুল হাকাম আস সুলামি (রা.) নওমুসলিম অবস্থায় নামাজে কথা বললে রাসুল (সা.) নামাজের পর তাঁকে বলেন ‘নামাজের মধ্যে কথাবার্তা ধরনের কিছু বলা যথোচিত নয় । বরং প্রয়োজনবশত তাসবিহ, তাকবির বা কোরআন পাঠ করতে হবে। (মুসলিম, হাদিস : ৫৩৭)

৩. কোনো লোককে সালাম দেওয়া।

নামাজরত অবস্থায় কোনো লোককে সালাম দিলে নামাজ ভেঙে যায় ।

শামী ২/৯২, আল বাহরুর রায়েক ২/১২০)

৪. সালামের উত্তর দেওয়া।

(ফাতাওয়ায়ে

নামাজরত অবস্থায় কারো সালামের উত্তর দেওয়া নামাজ ভঙ্গকারী কাজ । জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল (সা.) আমাকে তাঁর একটি কাজে পাঠিয়েছেন, আমি গেলাম ও কাজটি সেরে ফিরে এলাম।

অতঃপর নবী করিম (সা.)-কে সালাম করলাম । তিনি জবাব দেননি । এতে আমার মনে

এমন খটকা লাগল, যা আল্লাহই ভালো জানেন । আমি মনে মনে বললাম

সম্ভবত আমি
বিলম্বে আসার কারণে মহানবী (সা.) আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন । আবার আমি তাঁকে
সালাম করলাম; তিনি জবাব দিলেন না।
ফলে আমার মনে প্রথমবারের চেয়েও অধিক খটকা লাগল । (নামাজ শেষে) আবার আমি
তাঁকে সালাম করলাম। এবার তিনি সালামের জবাব দিলেন ও বললেন, ‘নামাজে ছিলাম বলে তোমার সালামের জবাব দিতে পারিনি । তিনি তখন তাঁর বাহনের পিঠে কিবলা থেকে অন্য মুখে ছিলেন ।' (বুখারি, হাদিস : ১২১৭)
৫. উহ্-আহ্ শব্দ করা।
নামাজরত অবস্থায় কোনো ব্যথা কিংবা দুঃখের কারণে উহ্ আহ্ শব্দ করলে নামাজ ভেঙে যাবে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৬১৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৪, মারাকিল ফালাহ ১/১২১)
৬. বিনা ওজরে কাশি দেওয়া।
অপ্রয়োজনে কাশি দেওয়ার দ্বারাও নামাজ ভেঙে যায় ।
মারাকিল ফালাহ ১/১২১, আল বাহরুর রায়েক ২/৫)
৭. আমলে কাসির করা।
(ফাতাওয়ায়ে শামী ৩ /৬১৮,
ফিকাহবিদরা আমলে কাসিরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার মধ্যে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত হলো, কোনো মুসল্লি এমন কাজে লিপ্ত হওয়া, যার কারণে
দূর থেকে কেউ দেখলে তার মনে প্রবল ধারণা জন্মে যে ওই ব্যক্তি নামাজরত নয় ।
(ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত ৩ /৪৮৫, ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬২৪-৬২৫, বায়েউস সানায়ে ১/২৪১)
৮. বিপদে কিংবা বেদনায় শব্দ করে কাঁদা।
দুনিয়াবি কোনো বিপদ -আপদ কিংবা দুঃখের কারণে শব্দ করে কাঁদলে নামাজ ভেঙে যায়। (হাশিয়াতু তাহতাবি ১/৩২৫, ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬১৯, নূরুল ইজাহ, পৃ. ৬৮)
৯. তিন তাসবিহ পরিমাণ সতর খুলিয়া থাকা।
নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীরের কোনো স্থান যদি তিন তাসবিহ পরিমাণ সময়

অনাবৃত থাকে, তাহলে তার নামাজ হবে না। তাই যদি কোনো ব্যক্তির গেঞ্জী শার্ট বা প্যান্ট নাভির নিচ থেকে রুকু সিজদার সময় সরে গিয়ে তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় এভাবে অতিবাহিত হয়, তাহলে তার নামাজ ভেঙে যাবে। (ফাতওয়ায়ে শামী ১/২৭৩, কাফি ১ /২৩৮, মাওয়াহিবুল জলীল ১/৩৯৮, মুগনিল মুহতাজ ১ / ১৮৮, হাশিয়াতুত তাহতাবি ১/৩৩৭)

নারীদের মাথাও সতর। কোনো কারণে মাথার ওড়না সরে গেলে নামাজ ভেঙে যাবে ।

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী ওড়না ছাড়া নামাজ আদায় করলে আল্লাহ তার নামাজ কবুল করেন না। (আবু দাউদ : ৬৪১, তিরমিজি : ৩৭৭, ইবনে মাজাহ : ৬৫৫)

১০. মুক্তাদি ছাড়া অন্য ব্যক্তির লোকমা (ভুল সংশোধন) লওয়া ।

যেমন–ইমাম সাহেব কিরাতে ভুল করছেন, সঙ্গে সঙ্গে নামাজের বাইরের কোনো লোক লোকমা দিলে তা গ্রহণ করা। (ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬২২, ফাতাওয়ায়ে আলগীরী ১/৯৮)

১১. সুসংবাদ বা দুঃসংবাদে উত্তর দেওয়া।

সুসংবাদ অথবা দুঃসংবাদের উত্তর দেওয়া দুনিয়াবি কথার শামিল, তাই এর দ্বারা নামাজ
ভেঙে যায় । (ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬১৩, আল বাহরুর রায়েক ২/২)

১২. নাপাক জায়গায় সেজদা করা।

নামাজের জায়গা পবিত্র হওয়া জরুরি। অর্থাৎ নামাজ পড়ার সময় নামাজি ব্যক্তির শরীর যেসব জায়গা স্পর্শ করে সে জায়গাগুলো পবিত্র হওয়া, যা নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত। তাই নাপাক বা অপবিত্র জায়গায় সেজদা করলে নামাজ ভেঙে যাবে। (বাদায়েউস সানায়ে ১/১১৫, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৭, তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৯৫)

১৩. কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরে যাওয়া।

কোনো কারণে কিবলার দিক থেকে সিনা (বুক) ঘুরে গেলে নামাজ ভেঙে যায় । তবে যানবাহনে নামাজের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন । (মারাকিল ফালাহ ১/১২১, নূরুল ঈজাহ ১/৬৮)

১৪. নামাজে কোরআন শরিফ দেখে পড়া।

নামাজরত অবস্থায় কোরআন শরিফ দেখে দেখে পড়লে নামাজ ভেঙে যায়।

(মারাকিল
ফালাহ ১ /১২৪, হাশিয়াতুত তাহতাবি ১/৩৩৬) তবে সৌদি আরবের আলেমরা এ মাসআলার ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন ।

১৫. নামাজে শব্দ করে হাসা ।

নামাজে শব্দ করে অট্টহাসি দিলে ওজুসহ ভেঙে যায়। (কানদ্দাকায়েক ১/১৪০)

১৬. নামাজে সাংসারিক কোনো বিষয় প্রার্থনা করা।

নামাজরত সাংসারিক/দুনিয়াবি কোনো দোয়া করলে হানাফি মাজহাব মতে নামাজ ভেঙে
যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬১৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৩)। তবে এ মাসআলার ক্ষেত্রে
অন্য মাজহাবের ভিন্নমত আছে।

১৭. হাচির জবাব দেওয়া।

নামাজরত অবস্থায় কারো হাচির (উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বললে) উত্তর দেওয়া কথা বলার নামান্তর । এর দ্বারা নামাজ ভেঙে যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২/১১৭)

১৮. নামাজে খাওয়া ও পান করা।

নামাজরত অবস্থায় কিছু খেলে বা পান করলে নামাজ ভেঙে যায়। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবার নামাজরত অবস্থায় খেলেও নামাজ ভেঙে যাবে। (মারাকিল ফালাহ ১/১২১, নূরুল ঈজাহ ১/৬৮)

১৯. ইমামের আগে মুক্তাদি দাঁড়ানো। মুক্তাদির পায়ের গোড়ালি ইমামের আগে চলে গেলে নামাজ ভেঙে যাবে। তবে যদি
(দুজনের জামাতে নামাজের ক্ষেত্রে) মুক্তাদি
ইমামের পায়ের গোড়ালির পেছনেই দাঁড়ায়, কিন্তু তিনি স্বলা হওয়ার কারণে তাঁর সিজদা
ইমাম সাহেবকে অতিক্রম করে যায় তাহলে তাঁর নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না ।
(বাদায়েউস সানায়ে ১/১৫৯, আল মাবসুত লিস সারাখসি ১/৪৩) প্রসিদ্ধ এই ১৯টি ছাড়াও
নামাজ
হওয়ার আরো কারণ আছে। যেমন —কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী পাশে এসে

নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া, ইমামের আগে কোনো রোকন আদায় করে ফেলা, ইচ্ছাকৃত ওজু

ভাঙার মতো কোনো কাজ করে ফেলা পাগল, মাতাল কিংবা অচেতন হয়ে যাওয়া।
ইত্যাদি নামাজ ভঙ্গের কারণ।

সালাতের মাকরুহ সমূহ

❖ সালাতরত অবস্থায় কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা মাকরূহ, যদি তা আমলেকাসীর না হয় আর আমলে কাসীর হলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

❖ সিজদার স্থান থেকে কংকর বা পাথরকণা সরানো (মাকরূহ) অবশ্য সিজদা করা অসম্ভব হলে এক-দুইবার কংকর সরানোর অবকাশ আছে।

❖ আঙ্গুল সমূহকে মলা বা টেনে ফুটানো।

❖ বস্ত্র, শরীর অথবা দাঁড়ির সাথে খেলা করা।

কোমরে হাত রাখা মাকরূহ।

❖ ডানে-বামে মুখ ফিরানোর দ্বারা যদি সিনা কেবলার দিক থেকে ফিরে যায় তাহলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সিনা কেবলা দিক থেকে না ফিরে,

❖ তাহলে সালাত নষ্ট হবে না; অবশ্য সালাত মাকরূহ হবে।

❖ → ওজর ছাড়াই উভয় হাটু খাড়া করে হাত মাটিতে রেখে নিতম্ব ও পায়ের ওপর

❖ কুকুরের ন্যায় বসা।

❖ → সিজদায় উভয় বাহুকে মাটিতে বিছিয়ে দেয়া।

❖ হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া।

❖ ফরয সালাতে বিনা ওজরে আসন করে বসা।

❖ মাটি লেগে যাওয়ার ভয়ে কাপড় হেফাযত করা।

❖ সদলে ছাওব করা অর্থাৎ কাপড় কাঁধে রেখে তার উভয় প্রান্ত একত্র না করে ঝুলিয়ে দেয়া।

❖ হাই তোলা। হাই ও হাঁচি যথাসম্ভব প্রতিহত করবে। না পারলে সমস্যা নেই।

❖ শরীরের অলসতা দূর করার জন্য মোচড়ানো।

❖ চোখ বন্ধ রাখা। অথচ দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখা উচিৎ।

❖ চুল মাথার ওপর ভাজ করে গিরা দিয়ে সালাত পড়া। মাথায় চুল থাকলে সালাতের মধ্যে তা ছেড়ে রাখা সুন্নাত যাতে চুলও সিজদা করতে পারে।

❖ খোলা মাথায় সালাত পড়া মাকরূহ। তবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের নিমিত্তে এরূপ করলে মাকরূহ হবে না।

❖ আয়াত ও তাসবীহসমূহ হাতে গণনা করা। তবে সাহেবাইন (রাহি.) এর মতে

এটা মাকরূহ নয়।

❖ শুধু ইমাম সাহেব মসজিদের মেহরাবে এবং সমস্ত লোক মেহরাবের বাইরে দাঁড়ানো।

❖ ইমাম সাহেব একা উঁচু স্থানে এবং সমস্ত লোক নিচে দাঁড়ানো।
কাতারে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পিছনে একা দাঁড়ানো। তবে যদি সুযোগ না থাকে তাহলে (সামনের কাতার থেকে মাসআলা জানে এমন একজনকে টেনে এনে নিজের সাথে দাড় করাবে। তার পরও চেষ্টা করবেন একা শুধু কাতারে না দাঁড়াতে।

❖ মানুষ অথবা জন্তুর ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা।

❖ → সামনে, বামে অথবা ডানে ছবি থাকাবস্থায় সালাত মাকরূহ। তবে যদি ছবি পায়ের নিচে কিংবা পিছনে থাকে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই।
→ সালাতের কোন সুন্নাত পরিত্যাগ করা।

অসুস্থ ব্যক্তির সালাত

শরীয়তের বিধান হলোঃ নামাজি অসুস্থ হলে এবং দাঁড়াতে অপারগ হলে তাকে চতুষ্পদ (চারজানু) হয়ে বসে অথবা তাশাহহুদের বৈঠকের ন্যায় বসে নামাজ আদায় করতে হবে।

যদি বসেও আদায় করতে অক্ষম হয় তবে ডান পার্শ্বের উপর ভর দিয়ে। তাও যদি কষ্টকর হয় তবে বাম পার্শ্বের উপর ভর দিয়ে নামাজ আদায় করতে হবে।

এ ভাবেও যদি নামাজ পড়তে সক্ষম না হয়, তবে কিবলার দিকে পা দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে মাথা দ্বারা বুকের দিকে ইশারা করে রুক ও সিজদা আদায় করবে। তবে সিজদার সময় রুকুর চেয়ে একটু বেশি মাথা ঝুকাবে।

সর্বোপরি জ্ঞান থাকা পর্যন্ত কোনো নামাজির নামাজ মাফ হবে না। অসুস্থ ব্যক্তি তার সুবিধা মতো নামাজ আদায় করবে।হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের বিবরণ দিয়েছেন-

،عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال :قال النبي صلى الله عليه وسلم)) :صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب

رواه البخاري في أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يُطِقْ قاعدًا 1/ 376)1066(

হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অশ্ব রোগ ছিল, তাই এ অবস্থায় কিভাবে নামাজ আদায় করবো তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ‘দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় কর, যদি না পার তবে বসে কর, তাও যদি না পার তাহলে এক পার্শ্বের উপর আদায় কর। ’ (বুখারি ১/৩৭৬)

,

যে ব্যক্তি ইশারায় রুকু-সিজদা করবে, সে রুকু থেকে সিজদাতে সামান্য বেশি ঝুঁকবে। অন্যথায় নামাজ সহিহ হবে না। (তিরমিজি, হাদিস নং: ৩৭৬)

সিজদাহে সাহু

সালাতের মধ্যে ভূল ক্রমে কোনো ওয়াজিব বাদ পড়ে গেলে, কোনো ওয়াজিব কাজ একাধিকবার করলে অথবা ধারাবাহিকতার পরিপন্থি করলে; সালাত বিশুদ্ধ করার নিমিত্তে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দুটি সেজদা করা 'সাজদায়ে সাহু' বলে ।

অর্থাৎ সালাতে যেকোনো ভুলের কারণে সিজদা সাহু ওয়াজিব হয়ে যায় না। বরং ভুলে সালাতের কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে কিংবা কোনো ফরয বা ওয়াজিব বিলম্বিত হলে ওয়াজিব হয়। আর যদি ভুলে কোনো ফরয ছুটে যায়, তবে সিজদা সাহু করা যথেষ্ট নয়, বরং পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। আর কোনো সুন্নাত বা মুস্তাহাব ছুটে গেলে সিজদা সাহু করার বিধান নেই।

হুকুম ফিক্বহে হানাফী অনুযায়ী 'সাজদাহে সাহু' র হুকুম হলো ওয়াজিব।

সাজদায়ে সাহু আদায়ের পদ্ধতি

সিজদা সাহু সালাতের সালাম ফিরানোর পরে ও আগে উভয়ভাবেই করা যাবে। তবে সর্বোত্তম হল শুধু তাশাহহুদ পাঠ করত: একদিকে সালাম ফিরিয়ে আদায় করা। এ ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং বড় বড় সাহাবী-তাবেয়ীর আমল বা ফতোয়াও এ অনুযায়ীই ছিল।

ক. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রা. থেকে বর্ণিত,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً، فقيل له :أزيد في الصلاة؟ فقال :وما ذاك؟ قال صليت خمساً، فسجد سجدتين بعد ما سلم.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর পাঁচ রাকাআত পড়েন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সালাত কি বাড়ানো হয়েছে? তিনি বললেন, কী হয়েছে? প্রশ্নকারী বলল, আপনি পাঁচ রাকাআত পড়েছেন। অতপর তিনি সালাম ফিরানোর পর দুটি সিজদা করেন।

খ. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিকালের দুই সালাতের এক সালাত (বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন বলেন, আমার প্রবল ধারণা আসরের সালাত) দুই রাকাআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেন। তারপর মসজিদের সম্মুখে একটি কাষ্ঠ খণ্ডের কাছে গিয়ে এর ওপর হাত রাখেন। মুসল্লীদের মধ্যে আবু বকর ও উমর রা. ও ছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর সাথে কথা

বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। আর ত্বরাকারীরা বেরিয়ে বলতে লাগল, সালাত কি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে? এক ব্যক্তি যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুল ইয়াদাইন বলে ডাকতেন, জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি ভুলে গেছেন না সালাত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন, আমি ভুলিনি আবার সালাত কমিয়ে দেওয়াও হয়নি! লোকটি বলল, আপনি অবশ্যই ভুলে গেছেন। অতপর তিনি দুই রাকাআত পড়ে সালাম ফিরালেন তারপর তাকবীর দিয়ে অনুরূপ বা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর মাথা তুলে তাকবীর দিলেন। তারপর মাথা নিচু করে তাকবীর দিলেন। তারপর অনুরূপ বা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর মাথা তুলে তাকবীর দিলেন।

গ. আলকামা থেকে বর্ণিত,

ان عبد الله سجد سجدتي السهو بعد السلام، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.

আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রা. সিজদা সাহু সালামের পরে করেছেন এবং উল্লে খ করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন।

] সিজদায়ে সাহু আদায় করার পর পুনরায় তাশাহুদ পাঠ করত; দরূদ পড়ে স্বাভাবিকভাবে সালাত শেষ করবে।

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهدَ ثُمَّ سَلَّم

"নবী (সা.) তাদের সালাত আদায় করালেন। তিনি ভুল করলেন, তারপর দুটি সিজদা করলেন, তারপর তাশাহুদ পাঠ করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

ইসলাম সময় ব্যবস্থাপনার ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে। ইসলামে অনেক ইবাদাত ও আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে যা সরাসরি সময়ের সাথে সম্পর্কিত এবং সেগুলো নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই পালন করতে হয়। ইসলামের অন্যমত মৌলিক ভিত্তি এবং অপরিহার্য ইবাদাত-সালাত আদায়ের জন্যও সুনির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে । মহানবি (সা.) এর হাদিসে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাজ আদায়ের উত্তম সময় সম্পর্কে যেমন নির্দেশনা রয়েছে তেমনি নামাজের নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কেও নির্দেশনা রয়েছে।

নামাজের নিষিদ্ধ সময় তিনটি। আর তা হলো–

১. ঠিক সূর্যোদয়ের সময়;

২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়; এবং

৩. সূর্যাস্তের সময়;।

এ সময় গুলোতে সাধারণত নামাজ আদায় করা নিষেধ। তবে কোনো কারণে কেউ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ দিনের আসরের সালাত আদায় করতে না পারে তবে তা

আদায় করা যাবে কিন্তু মাকরূহ হবে। এ নিষিদ্ধ মসয় প্রসঙ্গে সাহাবি উকবা ইবনে আমরে জুহানী (রা.) বলেন, 'তিনটি সময়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময়;যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থানের সময় থেকে শুরু করে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তা হলুদাভ হওয়া থেকে শুরু করে যতক্ষণ না তা পুরোপুরি অস্ত যায়।' (মুসলিম)

সালাত আদায়ের পদ্ধতি

নামাজ শুরুর পূর্বে পবিত্রতা হাসিল করে পাক পবিত্র স্থানে দাড়াতে হবে এবং যে ওয়াক্তের নামাজ পড়বে তার নিয়্যাত করতে হবে।

কোনো দিকে না তাকিয়ে এবং অন্য দিকে না ফিরে পুরো শরীরে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে।

অন্তরে নিয়ত করবে।

'আল্লাহু আকবার" বলে তাকবীরে তাহরিমা বাঁধবে এবং তাকবীর দেওয়ার সময় দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে। এবং হৃদয়ের গভীর থেকে বলবে, 'আল্লাহু আকবার'। ডান হাতের কব্জি বাঁ হাতের কব্জির ওপর রেখে নাভির নিচে রাখবে।

তারপর ছানা পড়বে, আর তা হচ্ছে:

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.

উচ্ছারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারকাসমুকা ওয়াতাআ'লা জাদ্দুকা ওয়ালাইলাহা গাইরুক।

অতঃপর 'আউযুবিল্লাহি মিনাশাইতনির রাজীম" বলবে।

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলে সূরা আল-ফাতিহা পড়বে:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرُّطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

তারপর কুরআন থেকে যা সহজ মনে হয় তা পড়বে, ফজরের সালাতে ক্বিরাত লম্বা করবে।

তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকুতে যাবে অর্থাৎ আল্লাহর সম্মানে- তার পিঠকে ঝুঁকাবে, সুন্নাত হচ্ছে তার পিঠকে মাথা বরাবর নোয়াবে এবং দুই হাত হাটুতে রেখে আঙ্গুলগুলো ফাঁকা করে রাখবে।

রুকুতে তিনবার বলবে সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম, বলবে।

সামি-আল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে রুকু থেকে উঠবে

রুকু থেকে উঠে বলবে 'রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ', ... আল্লাহু আকবার বলে বিনয়ের সাথে প্রথম সিজদাহ'য় যাবে এবং তার সাতটি অঙ্গে সিজদাহ করবে: নাকসহ কপাল, দুই হাত, দুই হাটু এবং দুই পায়ের সামনের অংশ। তার বাহুদ্বয় তার পার্শ্ব থেকে ফাঁকা রাখবে, দুই হাত মাটিতে

বিছাতে পারবে না এবং আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী রাখবে।
সিজদাহ'য় তিনবার বলবে: 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা”
আল্লাহু আকবার বলে সিজদাহ থেকে মাথা উঠাবে।
দুই সিজদাহ'র মাঝে ডান পা খাড়া রেখে বাঁ পায়ের ওপর বসবে এবং হাত উরুর ওপর হাটুর নিকটে রাখবে।
দুই সিজদাহ'র মাঝে বসাবস্থায় বলবে: ‘রবিগ ফিরলী ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুকনী, ওয়াজবুরনী ওয়া আফিনী।'
আল্লাহু আকবার বলে বিনয়ের সাথে দ্বিতীয় সিজদাহ'য় যাবে, প্রথম সিজদাহ'র মতো যা বলার এবং করার তা করবে।
আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে উঠে প্রথম রাকাআতের মতো দ্বিতীয় রাকাআত সম্পন্ন করবে কিন্তু এতে ছানা বলবে না।
দ্বিতীয় রাকাআতের; দু-সিজদা শেষ করে আল্লাহু আকবার বলে বসবে যেভাবে বসেছিল দুই সিজদাহ'র মাঝে।
এ বৈঠকে তাশাহহুদ [এবং যদি দুই রাকাআতের সালাত হয়; তাহলে দরুদে ইবরাহিম এবং দোআয়ে মাছুরা] পড়বে:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

তারপর “আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ” বলে প্রথমে ডানে পরে বাঁয়ে সালাম ফিরাবে।
আর যদি সালাত তিন রাকাআত বা চার রাকাআত বিশিষ্ট হয় তবে প্রথম তাশাহহুদ (আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ) বলার পর আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবে তার বাকী সালাত দ্বিতীয় রাকাআতের মতো পুরা করবে, কিন্তু এতে শুধু সূরা আল-ফাতিহা পড়বে।
এ বৈঠকে তাশাহহুদ এবং দুরুদ- দোআয়ে মাসুরা পুরোটা পড়বে।

তারপর “আস সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহ”   বলে প্রথমে ডানে; পরে বাঁয়ে সালাম ফিরাবে।

সালাতে খুশু-খুজু

নামাযে খুশু-খুযু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন-হাদীসে এ সম্পর্কে অনেক তাকীদ করা হয়েছে। খুশু-খুযুর দুটি অংশ রয়েছে : এক. নামাযে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা। দুই. মনোযোগ ও একাগ্রতা রক্ষা করা। এ দুটি বৈশিষ্ট্যের সাথে যে নামায আদায় করা হয় তাকে খুশু-খুযুযুক্ত নামায বলে। এ দুটি বৈশিষ্ট্য কীভাবে অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

এক. বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা। যেমন হাত, পা এবং শরীরকে নামাযের বাইরের কোনো কাজে ব্যবহার না করা। অনর্থক নড়াচড়া থেকে বিরত থাকা। সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের নবীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন সাতটি (অঙ্গের) উপর সিজদা করে এবং নামাযে চুল বা কাপড় না গুটায়।-সুনানে আবু দাউদ ২/১৪, হাদীস : ৮৮৬

নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এসেছে, বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রাহ. বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন মনে হত একটি কাঠ মাটিতে গেড়ে দেওয়া হয়েছে।-মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৭৩২২

প্রখ্যাত তাবেয়ী আ' মাশ রাহ. থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যখন নামাযে দাঁড়াতেন তাকে দেখে মনে হত যেন একটি পড়ে থাকা কাপড়।-মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৩৩০৩

তদ্রূপ এদিক সেদিক না তাকানো; নামায অবস্থায় যখন যেখানে দৃষ্টি রাখা নিয়ম সেখানে দৃষ্টি রাখাও বাহ্যিক খুশু-খুযুর অন্তর্ভুক্ত।

আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, নামাযে এদিক সেদিক তাকানোর ব্যাপারে আপনি কী বলেন? জবাবে তিনি বলেছেন, এটা হল শয়তানের ছোঁ মারা, যা দ্বারা শয়তান আল্লাহর

বান্দাদেরকে নামায থেকে গাফেল ও উদাসীন করে ফেলে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৭৫১

বিশিষ্ট সাহাবী আবু যর রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের সময় আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ (রহমতের) দৃষ্টি রাখেন যতক্ষণ নামাযী অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি না দেয়। যখন সে অন্য দিকে চেহারা ফেরায় তখন আল্লাহ তাআলা তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২১৫০৮

দুই. নামাযে মনোযোগ ও একাগ্রতা রক্ষা করা।

ক) এমন মনোভাব নিয়ে নামায আদায় করা যে, এটিই তার জীবনের শেষ নামায।

বিশিষ্ট সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, আল্লাহর রাসূল! আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে দ্বীনের কিছু কথা বলে দিন। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যখন নামায পড় তখন জীবনের শেষ নামায আদায়কারীর মতো নামায পড়।-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৪৭১

খ) পুরো নামায এ অনুভূতি নিয়ে আদায় করা যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন, আমি তার সামনে দন্ডায়মান।

প্রসিদ্ধ হাদীসে-জিবরীলে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি এমনভাবে ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর তুমি যদি আল্লাহকে না-ও দেখ তবে আল্লাহ তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৮

গ) সাথে সাথে এ খেয়াল করবে যে, আমি আল্লাহ তাআলার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি এবং তাঁর সাথে কথা বলছি। কেননা নামায হল আল্লাহ তাআলার সাথে একান্তে কথোপকথন করা।

সহীহ বুখারীতে এসেছে, সাহাবী আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বলে; যতক্ষণ সে তার নামাযের জায়গায় থাকে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪১৬

উপরে বর্ণিত পন্থাগুলো অবলম্বনের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার কাছে একাগ্রতা অর্জনের জন্য নামাযের বাইরে বিভিন্ন সময় দুআও করতে হবে।

মনোযোগ রাখার আরেকটি সহজ পন্থা হল, নামাযের কিরাত ও আযকারের দিকে মনোযোগ রাখা। অর্থ বুঝলে অর্থের দিকেও ধ্যান রাখা। কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যদিকে খেয়াল চলে গেলে ক্ষতি নেই। তবে স্মরণ হওয়ামাত্র পুনরায় মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে হবে। স্মরণ হওয়ার পরও অন্য কিছু খেয়াল করতে থাকা বা ইচ্ছাকৃত অন্য কিছুর খেয়াল আনা নিষিদ্ধ। তাই এ থেকে বিরত থাকতে হবে। এভাবে নামায পড়লে ইনশাআল্লাহ তা খুশু-খুযু বিশিষ্ট নামায বলে গণ্য হবে।
উল্লেখ্য যে, সাহাবা-তাবেয়ীন ও বুযুর্গানে দ্বীনের নামাযের বিবরণ পাঠ করাও খুশু-খুযু হাসিলের ক্ষেত্রে সহায়ক। তবে তাদের যেসব ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের খুশু-খুযুর বিবরণ পাওয়া যায় সেসব ঘটনা পাঠ করে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। কারণ খুশু-খুযুর বিভিন্ন পর্যায় আছে এবং চেষ্টা অব্যাহত রাখলে আল্লাহ তাআলার ফযল ও করমে ধীরে ধীরে উচ্চ পর্যায়ের খুশু-খুযুও হাসিল হতে পারে।
আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ঐ পর্যায়ের খুশু-খুযু অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

সালাত মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে

প্রকৃত অর্থেই সালাত মুসল্লিকে অন্যায় ও অশোভন কাজ থেকে বিরত রাখে। এখানে শুধু একটি আয়াত ও একটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ.

দুর্ভোগ ঐসকল মুসল্লির, যারা তাদের সালাত থেকে উদাসীন। যারা শুধু (মানুষদেরকে) দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। -সূরা মাউন (১০৭) : ৪-৫

অতএব স্পষ্ট যে, মুল্লি মাত্রই সালাতের এই মহা সুফল লাভ করবে, বিষয়টি এমন নয়। সালাতের মধ্যে উদাসীনতা মুসল্লির জন্য সুফল নয়; বরং কুফল বয়ে আনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

আল্লাহ তাআলা বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করবে এবং যথাসময়ে সালাত আদায় করবে- এভাবে যে, রুকু-সিজদা ও খুশূ পূর্ণরূপে সম্পাদন করবে, তার জন্য আল্লাহ পাক ক্ষমার (অন্য বর্ণনায়, জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি (এসব) করবে না তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা হলে মাফ করবেন নতুবা শাস্তি দিবেন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৭০৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪২৫

নবীজীর এই পবিত্র ইরশাদ থেকে বোঝা যায়, সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে একটি 'আহ্দ' বা চুক্তি সম্পাদিত হয়। আর সে চুক্তিটি একটু বিস্তর। এর জন্য কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে, যার অন্যতম হল, সালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করা এবং রুকু-সিজদা ধীরস্থির ও যথাযথভাবে সম্পাদন করা।

মূলত সালাতের গুণগত মান হিসাবেই তা মুসল্লিকে পাপাচার ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

إِنّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلّا عُشْرُهَا، تُسُعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا نِصْفُهَا.

নিশ্চয়ই বান্দা সালাত সম্পন্ন করে আর তার জন্য লেখা হয় সালাতের দশ ভাগের এক ভাগ (প্রতিদান) অথবা নয় ভাগের এক ভাগ অথবা আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ অথবা সে পায় সালাতের অর্ধেক (প্রতিদান)। এক বর্ণনায় এসেছে অথবা সে পায় সালাতের পূর্ণ প্রতিদান ও সুফল। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৮৮৯৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৭৯৬

অর্থাৎ যদি সালাতটি আদায় করা হয় পূর্ণ খুশূ-খুযূর (হৃদয়ের একাগ্রতা ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের স্থিরতার) সাথে এবং তিলাওয়াত ও তাসবীহসমূহও পাঠ করা হয় যথাযথভাবে। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও আদবসমূহও সম্পাদন করা হয় উত্তমরূপে। তবে সেই মুসল্লিকে আখেরাতে পূর্ণ প্রতিদান ও সওয়াব দান করা হবে এবং দুনিয়াতে তা মুসল্লিকে মন্দ ও অশোভন কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। পক্ষান্তরে যে সালাত হয় অন্তঃসারশূন্য আনুষ্ঠানিকতা, যা সীমাবদ্ধ থাকে নিছক অঙ্গ-প্রতঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে, যাতে রুকু-সিজদা, কিরাত-কিয়াম যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয় না সেই সালাত কীভাবে মুসল্লিকে অন্যায় ও অশোভন কাজ থেকে বাঁচাবে? তার সালাত তো তাকে সালাতরত অবস্থাতেই অশোভন কাজ ও চিন্তা থেকে ফিরাতে পারছে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ.

সফলকাম সেসকল মুমিন, যারা সালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করে। -সূরা মুমিনূন (২৩) : ১-২

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের পরিচয় দিতে গিয়ে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ.

তাদের লক্ষণ তাদের মুখম-লে সিজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে। -সূরা ফাৎহ (৪৮) : ২৯

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ রাহ. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন-

ليس بهذا الأثر الذي في الوجه ولكنها الخشوع.

এখানে কপালে সেজদার দাগ উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য হল, 'খুশূ' । -ওয়াকী ইবনুল র্যারাহ, আয্যুহদ ২/৫৯৮, হাদীস ৩২৭; তাফসীরে সুফিয়ান ছাওরী পৃ. ২৭৮; ইবনুল মুবারক, আয্যুহদ পৃ. ৮৯

আল্লামা আলূসী রাহ. বলেন-

الخشوع التذلل مع خوف وسكون للجوارح.

'খুশূ' হল, অন্তরের ভয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় প্রকাশ করা। -রূহুল মাআনী ৯/২৭৫

প্রখ্যাত মুফাসসীর হাফেয ইবনে কাসীর রাহ. বলেন, সালাতে খুশূ-খুযূর দৌলত তাঁরই হাছিল হয়, যে নিজের অন্তরকে সবকিছু থেকে ফিরিয়ে শুধু সালাতের মধ্যেই নিবিষ্ট রাখে। -তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/২৯৫

যখন কেউ এমন খুশূ-এর সাথে সালাত আদায় করে তখনই সালাত তার চক্ষু শীতল করে, অন্তরের প্রশান্তির কারণ হয়। যেমনটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

جُعِلَتْ قُرّةُ عَيْنِي فِي الصّلَاةِ.

সালাতেই দান করা হয়েছে আমার চক্ষুর শীতলতা। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২২৯৩; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৯৩৪০

অন্য হাদীসে বেলাল রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

يَا بِلَالُ !أَقِمِ الصّلَاةَ، وَأَرِحْنَا بِهَا.

সালাতের ব্যবস্থা করে আমাকে শান্তি দাও, হে বেলাল!। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৮৫

এটাই তো সালাত সম্পর্কে একজন মুমিনের অনুভূতি হওয়া উচিত। সালাত তার জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল, অন্তরের প্রশান্তি, শান্তির আধার। পক্ষান্তরে মুনাফিক এবং যারা সালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করে না তাদের জন্য সালাত মহা কঠিন কাজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ.

সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়। তবে খুশূ-খুযূ (অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়) অবলম্বনকারীদের জন্য নয়। -সূরা বাকারা (২) : ৪৫

আরেক আয়াতে মুনাফিকদের চরিত্র সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلاً.

(নিশ্চয়ই মুনাফিকরা) যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। -সূরা নিসা (৪) : ১৪২

তো নামাযে খুশূ-খুযূ মুমিনের গুণ। পক্ষান্তরে খুশূ-খুযূ বিহীন অলসতার সাথে নামায মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। আর খুশূ-খুযূ ওয়ালা নামাযই নামাযীকে সকল অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।

আসলে মুমিনের নামায খুশূ-খুযূ বিহীন হতেই পারে না; কারণ সে তো মহান প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কি দেহ-মন বিনীত না হয়ে পারে? আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কি মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ করতে পারে? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী অপূর্ব শৈলিতে এ কথায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন-

إِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي إِنّمَا يَقُومُ يُنَاجِي رَبّهُ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيهِ.

তোমাদের কেউ যখন নামাযে দণ্ডায়মান হয় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে আলাপ করে। সুতরাং তার উচিত সে কিভাবে আলাপ করছে সেদিকে যথাযথভাবে লক্ষ রাখা। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৮৬১; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ৪৭৪

হযরত সা 'দ বিন উমারাহ রা. এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন-

صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ.

যখন তুমি সালাত আদায় কর, তো এমনভাবে আদায় কর যেন এটাই তোমার জীবনের শেষ সালাত। -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, বর্ণনা ৫৪৫৯; আলইছাবা, ইবনে হাজার ৩/৭০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হায়ছামী ১০/২৩৬, বর্ণনা ১৭৭৩৯

প্রসিদ্ধ হাদীস 'হাদীসে জিবরীল' -এ সকল ইবাদতের একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে ফুটে উঠেছে খুশূ-খুযূর চূড়ান্ত রূপ-

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

ইহসান হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তো (অবশ্যই) তোমাকে দেখছেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০

এই হাদীসের মূল কথাও 'খুশূ' । সুতরাং কথা এটাই যে, সালাতের চূড়ান্ত সুফল অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করতে হবে। খুশূ-খুযূ ওয়ালা নামাযই মুমিনকে সকল অন্যায়-অনাচার, অপকর্ম-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নামাজের গুরুত্ব

মুসলিম সমাজে নামাজ আদায় করা অপরিহার্য কর্তব্য। প্রত্যেক মুসলমানের উপর দিবা রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। যে মুসলমান ইচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দিবে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নামাজের শিক্ষা, গুরুত্ব, তাৎপর্য অপরিসীম। নামাজ আদায়ের ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে বিরাশিবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশ্ব নবী (সা.) অসংখ্যবার নামাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা বর্ণনা করেছেন।

নামাজের আরবি শব্দ সালাত। সালাত শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দরূদ বা শুভ কামনা করা, তাসবিহ বা পবিত্রতা বর্ণনা, রহমত বা দয়া, করুণা কামনা করা, ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাছাড়া কথা ও স্থান, কাল পাত্র ভেদে সালাত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। সালাতের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- 'নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ইবাদত আদায় করার নাম সালাত'। মোট কথা, যে যেভাবেই বর্ণনা করি না কেন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ইবাদত করার নাম সালাত। আমি নামাজ ফরজ হওয়ার ইতিহাস বর্ণনা করতে চাই না। কি ভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হলো সেই বিষয়টি উল্লেখ্য না করলেই নয়। বিশ্ব নবী (সা.) যখন মিরাজ গমন করেন, তখন মহান আল্লাহ তাআলা তার ওপর সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন। প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন।

তারপর, কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে মিরাজ থেকে বিশ্ব নবী (সা.) দুনিয়ায় ফিরে আসেন। সালাত মুসলিম জীবনে একটি অপরিহার্য ইবাদত। এটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে মুক্তি একমাত্র সোপান। নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার গভীর সর্ম্পক সৃষ্টি হয়।

এ ব্যাপারে এরশাদ হচ্ছে- 'নিঃসন্দেহে সালাত বিশ্বাসীদের উপর সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আবশ্যকীয় করা হয়েছে' (নিসা-১০৩)। নামাজ আদায়ের মাধ্যমে একজন মোমিন বান্দা সময়ানুবর্তিতা ও দায়ীত্ব পরায়নতার শিক্ষা লাভ করে থাকেন।

কেননা মোমেন বান্দা নিজের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে যথা সময়ে নামাজ আদায় করতে পারে।

নামাজ পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে, শৃঙ্খলার সাথে আদায় করতে হয়। এই ইবাদতটি শুধু মানুষকে শৃঙ্খলিত করে না, বরং সৃষ্টি কর্তার সাথে দাসত্বে বন্ধনে আবদ্ধ করে তুলেন। তাই নামাজ প্রতিষ্ঠা মানে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। নামাজকে অস্বীকার করা মানে নিজের অস্থিতকে অস্বীকার করা। বিশ্ব নবী (সা.) এ ব্যাপারে বলেছেন- 'যে সালাতকে প্রতিষ্ঠা করল, সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করল। আর যে সালাতকে বিনষ্ট করল, সে দ্বীনকেই বিনষ্ট করল'।

নামাজ এমন একটি ইবাদত, যে ইবাদতের মাধ্যমে মানসিক, মৌখক ও দৈহিকভাবে সব কাজ সম্বনয় সাধন করা যায়। যার সাথে আর্থিক, আর্থ সামাজিক, মানসিকসহ ও অন্যান্য বিষয়সমূহ বিদ্যমান। আর্থিক বিষয়টি হলো রিজিকের সাথে অন্তর্ভুক্ত। নামাজি ব্যক্তি হালাল ও পবিত্র রিজিক নিশ্চিত না করে ভক্ষণ করেন না। শুধু মাত্র নামাজের মাধ্যমে দৈহিক-জৈবিক পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব।

নামাজ গুরুত্ব বর্নণা করতে গিয়ে হজরত মোয়াজ বিন জাবাল (রা.) বলেন, বিশ্ব নবী (সা.) আমাকে দশটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন, 'কোন অবস্থাতেই ফরজ নামাজ ত্যাগ করা যাবে না। কেননা, যে ইচ্ছা করিয়া ফরজ নামাজ ত্যাগ করে, আল্লাহ তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না'। বিশ্ব নবী (সা.) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামাজ ছুটিয়া গেল তাহার সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত ধন দৌলত যে লুণ্ঠিত হইয়া গেল'। হযরত রাসূল (সা.) আরো এরশাদ করেন- 'বেনামাজীর ইসলামে কোন অংশ নেই'। এমনি ভাবে বিশ্ব নবী (সা.) অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। যা এই ছোট পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব না। তবু একটু চেষ্টা করলাম।

বিশ্ব নবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যথারিতি নামাজ পড়ে আল্লাহ তার নামাজের বদলে, পাঁচটি বিশেষ সম্মান দান করেন। ১.নামাজির অভাব দূর করেন, ২. কবরের আজাব দূর করেন, ৩. কেয়ামতের দিন ডান হাতে আমল নামা দিবেন, ৪. বিদ্যুতের ন্যায় পুলসিরাত পার করবেন, ৫. যথারীতি নামাজ আদায়কারী বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করবেন।

যে ব্যক্তি নামাযে অলসতা করে সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা ১৪টি শাস্তি নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। পাঁচটি ইহজগতে, তিনটি মৃত্যুর সময়ে, তিনটি কবরে ও তিনটি কবর হইতে বাহির হইবার পর হাশরে ময়দানে'। সালাতের অন্যতম শিক্ষা হলো

বিনয় ও নম্রতা। সালাতের মনস্তাত্বিক ব্যবহার হচ্ছে বিনয় নম্রতা অর্জন করা। বিনয় নম্রতার মাধ্যমে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। একাগ্রতাই সালাতকে প্রাণবন্ত করে তুলে। শুধু মাত্র অনুভূতিহীন ঠোঁট নাড়া চাড়া, উঠা বসার কোন গ্রহণ যোগ্যতা নেই।

কেননা, আল্লাহ তাআলা পাগল ও শিশুর ওপর সালাত আদায় করা অপরিহার্য করেননি। তবে যারা সুস্থ্য, বিবেকবান, বুদ্ধিসম্পন্ন, শারীরিক দিক দিয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন তাদের উপর সালাত আদায় করা অপরিহার্য বটে। যারা পবিত্র আমেজ ও আবেগ, অনুভূতিতে জগতের সীমানা ভেদ করে আরশে আজিমে সিজদাহ পৌঁছাতে পারে, তারাই নামাজকে প্রাণবন্ত বা জীবন্ত করে তুলতে পারে। এমন নামাজেই মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ইমানী জীবনকে পূর্ণতা দান করেন। যখন কোন নামাজি বান্দার জীবন থেকে এক ওয়াক্তে নামাজহীন সময় পার হয়, তখন তার জীবনে শূন্যতা বোধ হয়। এই শূন্য সহজেই পূরণ হয় না। তার মাঝে সৃষ্টি করে চরম মানসিক দুচিন্তা। পরকালে জাহান্নামের শাস্তি সে তো দূরতম বিষয়। প্রত্যেক মোমিন বান্দার আত্মার সাথে আত্মজিজ্ঞাসা থাকে।

প্রকৃত আত্মজিজ্ঞাসার সদুত্তর হলো আল্লাহর আস্তিত্বকে বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাস একমাত্র সালাতের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। এমনি ভাবে কোরআন ও হাদীসে শুধুমাত্র নামাজ পড়া নয়, নামাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেয়া হবে। বোখারী ও তিলমিজি শরীফে এসেছে, ‘সালাত পবিত্রতার প্রতীক ও জান্নাতের যাওয়ার চাবি কাঠি’।

বিশ্ব নবী (সা.) বলেছেন- ‘যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে না, ইসলামে তার কোন অংশ নেই। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামাজ ত্যাগ করে, সে জাহান্নামী’। বিশ্ব নবী (সা.) বলেন, ইমান ও কুফরের মধ্যে এক মাত্র পার্থক্য হলো নামাজ’। নামাজ মানব জীবনে সময় নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ন্ত্রিত জীবনের শিক্ষা প্রদান করে। মানুষ যখন যা দেখবে তখন তা ভাবতে শিখে। তাই নামাজ দৃষ্টি ও মন নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

সর্বশেষে এ কথাই বলতে চাই, ব্যক্তি জীবনে মুক্তির জন্য নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা বাস্তব জীবনে যে যা কিছু করি না কেন পরকালীন শান্তির জন্য নামাজ আদায় করতে হবে। নামাজ ব্যাপারে হাদীস কোরআনে অনেক বর্ণনা রয়েছে।

সেসব বিষয় ছোট আলোচনায় টেনে আনা সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নামাজের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিৎ বলে মনে করি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সালাতের উপকারীতা

সুস্বাস্থ্যের জন্য নামাজ এক কার্যকরী টনিক। ওজু থেকে শুরু করে নামাজ আদায় সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি কাজই মানুষের সুস্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এবার নামাজ আদায়ে শারীরিক ও মানসিক উপকারিতার কথা উঠে এসেছে বিজ্ঞানের গবেষণায়।

ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের জন্য প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। এটি মহান আল্লাহর নির্দেশ। এ বিধান লঙ্ঘনে রয়েছে কঠোর শাস্তির ঘোষণা। অথচ নামাজ পড়লে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অনেক উপকার সাধিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিংহ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক জানিয়েছেন, নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে সুস্থ থাকা যায়। নামাজ পড়ার মাধ্যমে মানুষ শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে।

গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয়, 'যদি নিয়মিতভাবে নামাজ পড়া হয় তবে বেক পেইন তথা পিঠের ব্যথা কমে যায়। নিস্তেজ ও ঝিম ধরা শরীরে রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক হয়।

নামাজ পড়ার মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদকম্পনও কমে যায়। যা মানুষের পেশীকে শিথিল করতে সাহায্য করে।

গবেষকরা দেখিয়েছেন, 'যদি কেউ (যথাযথভাবে) রুকু করতে পারে তাহলে তার পিঠে ব্যথা থাকবে না, রুকুতে গেলে মানুষের পিঠ সমান্তরাল হয়। কিছু সময় পিঠ সমান থাকে।

নামাজের রুকু আদায় করার মাধ্যমে পিঠ, পায়ের উরু এবং ঘাড়ের পেশীগুলো সম্পূর্ণভাবে সম্প্রসারিত হয়। রক্তপ্রবাহ যথাযথভাবে চলতে থাকে। শরীরের ওপরের অংশে রক্তের প্রবাহ স্বাভাবিক মাত্রা ফিরে আসে।

সেজদা সম্পর্কে গবেষকরা জানান, ‘মানুষ যখন সেজদায় যায়, তখন শরীরের সব হাড়ের জোড়াগুলো নমনীয় হয়। হাড়ের ওপর যে চাপ পড়ে তা স্বাভাবিক ও শিথিল হয়। সেজদার জন্য জমিন মাথা রাখার কারণে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক হয়। উচ্চ রক্ত চাপ কমে যায়।

ধীরস্থিরভাবে সেজদা আদায়ের মাধ্যমে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি শরীরের ভারসাম্য ফিরে আসে। শ্বাস-প্রশ্বাসে স্বাভাবিক গতি ফিরে আসায় মানুষ স্বস্তি লাভ করে। সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য নামাজ অনেক উপকারি। এ নামাজের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে।

কর্মক্ষম উজ্জীবিত মানসিকতা লাভে নামাজ আল্লাহর এক মহা নেয়ামত। বান্দার জন্য অন্যতম রহমতও বটে। তাইতো আল্লাহ তাআলা মানুষকে সার্বিকভাবে উজ্জীবিত করতে নামাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আর তা না পড়লে শাস্তির বিধানও রেখেছেন।

বিশ্বের প্রায় ১৮০ কোটি মুসলিমের বসবাস। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নামাজ আদায় করা আল্লাহর নির্দেশ ও ফরজ ইবাদত। যা মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রাখে।

সুতরাং নামাজের ব্যাপারে অবহেলা নয়, শাস্তির ভয়ে নামাজ আদায় নয়, বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শারীরিক ও মানসিক উপকারিতা লাভে নামাজ পড়া আবশ্যক।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে নামাজের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি ও শারীরিক-মানসিক প্রশান্তি ও উপকারিতা লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।

জেনে নিন নামাজ পড়ার ১১টি স্বাস্থ্যগত উপকারিতা-

১. নামাজে যখন সিজদা করা হয় তখন আমাদের মস্তিস্কে দ্রুত রক্ত প্রবাহিত হয়। যার ফলে স্মৃতি শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়।

২. নামাজে যখন দাঁড়ানো হয় তখন জায়নামাজের সামনের দিকের একটি নির্দিষ্ট স্থানে চোখ স্থির থাকে ফলে মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

৩. নামাজের মাধ্যমে শরীরের একটি ব্যায়াম সাধিত হয়। এই সময়ে দেহের সব অঙ্গ প্রতঙ্গ বিভিন্ন ভাবে বার বার নড়াচড়া করতে হয়। যা একটি উত্তম ব্যায়াম হিসেবে স্বীকৃত।

৪. নামাজের মাধ্যমে আমাদের মনের অসাধারণ পরিবর্তন আসে। পারিবারিক যে কোন ঝুটঝামেলা থেকে এই সময়ের জন্য আমাদেরকে রিলাক্স দেয়। মনে পরিবর্তন ঘটায়।

৫. নামাজ সকল মানুষের দেহের কাঠামো বজায় রাখে। ফলে শারীরিক বিকালঙ্গতা লোপ পায়।

৬. নামাজ মানুষের ত্বক পরিষ্কার রাখে। ওজুর সময় দেহের মূল্যবান অংশগুলো পরিষ্কার করা হয়, যার ফলে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু হতে আমরা সুরক্ষিত থাকি।

৭. নামাজের জন্য ওজুর সময় মুখমণ্ডল ৩ বার ধৌত করার ফলে আমাদের মুখের ত্বক উজ্জল হয় এবং মুখের দাগ কম দেখা যায়।

৮. ওজুর সময় মুখমণ্ডল যেভাবে পরিস্কার করা হয় তাতে আমাদের মুখে একপ্রকার মেসেস তৈরি হয়, যার জন্য আমাদের মুখের রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। যা বলিরেখা কমতে সাহায্য করে।

৯. কিশোর বয়সে নামাজ আদায় করলে মন পবিত্র থাকে, এর ফলে নানা প্রকার অসামাজিক কাজ থেকে বিরত থাকা যায়।

১০. নামাজ আদায় করলে মানুষের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১১. কেবলমাত্র নামাজের মাধ্যমেই চোখের নিয়মমাফিক যত্ন নেওয়া সম্ভব হয়। যার কারণে অধিকাংশ নামাজ আদায়কারী মানুষের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ থাকে।

সালাত ত্যাগকারীর বিধান

সালাত ত্যাগ করার মত আর কোন বড় গুনাহ হতে পারে না। সালাত ত্যাগ করার মানে হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ-খুঁটি ভেঙে চূর্ণবিচুর্ণ করা। ইসলামের মাঝে সালাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও সালাত পরিত্যাগ করা যে কত বড় গুনাহ তা বর্ণনা দেয়ার অবকাশ রাখে না। আমরা কোরানের আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে আল্লাহ সালাত ত্যাগকারীদের নয়, বরং ভুলে সালাত আদায় করেনি এমন ব্যক্তিকে কঠিন হুমকি দিয়েছেন, আর যারা নামাজ ত্যাগকারী ও সালাত নষ্টকারী, তাদের কি পরিণতি হবে, তা বলাই বাহুল্য।, দেখুন আল্লাহ সালাত ভুলে যাওয়া ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন –

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿4﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿5﴾)الماعون(

আর পরিতাপ সেই নামাজিদের জন্য, যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী। (সুরা মাঊন:৪-৫)

সালাত বিনষ্টকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন –

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) .مريم:59(

তাদের পর আসল অপদার্থ পরবর্তীগণ -তারা সালাত নষ্ট করল ও লালসা পরবশ হল ; সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। (সুরা মারয়াম :৫৯)

অসংখ্য হাদিস দ্বারাও সালাত ত্যাগ কারীর ক্ষতি প্রমাণিত হয় এবং কোন কোন হাদিসে সালাত ত্যাগকারীকে কাফেরও বলা হয়। যেমন, রাসূল সা: এর বাণী, তিনি বলেন : –

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) .رواه مسلم:116(

ব্যক্তি ও কুফর-শিরকের মাঝে ব্যবধান হল সালাত ত্যাগ করা। (মুসলিম:১১৬)

তিনি আরো বলেন : –

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) .رواه أحمد:21859(

আমাদের মাঝে আর অমুসলিমদের মাঝে চুক্তি হল সালাত, যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে যাবে। (আহমদ:২১৮৫৯)

রাসূল সা: জামাতে সালাত পড়া হতে বিরত থাকে এমন লোকদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। সমগ্র ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যারা নামাজ ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করে তারা কাফের, আর যারা সালাতের প্রতি উপহাস-বিদ্রূপ ও সালাতকে গুরুত্বহীন মনে করে ছেড়ে দেয় তারাও কাফের।

ওলামাগণ বলেন -আর যে ব্যক্তি সালাত ওয়াজিব হওয়াকে স্বীকার করে কিন্তু অলসতা বা অমনোযোগী হওয়ার কারণে সালাত ত্যাগ করে, তখন কর্তৃপক্ষ তাকে তওবা করার জন্য আদেশ দেবে। যদি সে তাওবা করে তাকে ক্ষমা করা হবে আর যদি তওবা না করে এবং সালাত ত্যাগের উপর অটল থাকে -তাকে হত্যা করার ব্যাপারেও সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন।

তার এ হত্যা করাটা কি হদ হিসেবে নাকি মুরতাদ বা কাফের হিসাবে ?-এ বিষয়ে ওলামাদের মাঝে মত পার্থক্য আছে। যারা বলেন হদ হিসাবে হত্যা করা হবে তাদের মতানুসারে তার জানাজা পড়া হবে, মুসলমানদের কবরে তাকে দাফন করা হবে, এবং মুসলমান উত্তর সুরীরা তার সম্পত্তিতে মীরাছ পাবে। আর যেসব ওলামা বলেন-তাকে কাফের হিসেবে হত্যা করা হবে, তাদের মতে তার উপর জানাজা পড়া হবে না, তাকে মুসলমানদের কবরে দাফন করা হবে না এবং তার সম্পত্তি মুসলমানদের বাইতুল মালে মালে ফাই বলে গণ্য হবে তার পরিবার পরিজন কেউ ওয়ারিশ হতে পারবে না। সালাত ত্যাগের পরিণতির বিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করে দেখুন। সালাত ত্যাগী অবশ্যই প্রদীপ্ত আগুন তথা জাহান্নামের সন্নিকটেই অবস্থান করছে। তাই আমাদের উচিত খুব তাড়াতাড়ি তওবা করা এবং দ্রুত সালাত প্রতিষ্ঠা করা এবং সালাতে যত্নবান হওয়া।

শেষ কথা

অতএব, প্রিয় দীনি ভাই! যদি আপনি সালাতের ব্যাপারে অথবা সালাত জামা'আতের সাথে আদায়ে বা ফজরের সালাতে অলসতা করে থাকেন তবে হঠাৎ চলে আসা সমস্ত স্বাদ সাঙ্গকারী সকল জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্নকারী মৃত্যু গ্রাস করার পূর্বেই আপনি একান্ত তাওবা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হোন। নতুবা আপনার জন্য অবশিষ্ট থাকবে শুধু আফসোস আর লজ্জা। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন:

﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥٤ وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحۡسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ بَغۡتَةً وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ٥٥ أَن تَقُولَ نَفۡسٌ يَٰحَسۡرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنۢبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّٰخِرِينَ ٥٦ أَوۡ تَقُولَ لَوۡ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٥٧ أَوۡ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلۡعَذَابَ لَوۡ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٨﴾ [الزمر: ٥٣، ٥٨]

"বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পন কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসবার পূর্বে; অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট থেকে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে। যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়!

আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অথবা কেউ যেন না বলে, আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৩-৫৮]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সমস্ত গুনাহ-খাতা থেকে তাওবা করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করার ওয়াদা করছেন। কিন্তু তাওবা করার পরে কি করা উচিৎ? আমাদের একান্ত কর্তব্য হলো, আমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করব, তাঁর বিধি-বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করব এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওবার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা থেকে সাবধান করেন। কেননা মৃত্যু এমন

সময় এসে পড়বে যে মানুষ তা বুঝতেও পারবে না, পরে তার জন্য আফসোস ও লজ্জা ব্যতীত আর কিছু থাকবে না।

﴿أَن تَقُولَ نَفۡسٞ يَٰحَسۡرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنۢبِ ٱللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦]

“যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস!” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৬]

সালাতে শিথিলতাকারী বলবে: হায় আফসোস! আমি সালাতে বা সালাতের জামা‘আতে, ফজরের সালাতে বা তা ব্যতীত আল্লাহ এবং রাসূলের অনুসরণে শৈথিল্য করেছি। আর ঐ ব্যক্তি স্বীয় গুনাহ-খাতার জন্য আফসোস করবে।

অতএব, আমাদের সবার কর্তব্য, আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাওবা করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [النور: ٣١]

“হে মুমিনগণ তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১]

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

নামাজ মানুষকে কর্তব্যবোধ , ধৈর্য্য , সহিষ্ণুতা , নিয়মানুবর্তিতা ও নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা দান করে । সমাজ ও দেশ সংস্কারে নামাজের গুরুত্ব অনাস্বীকার্য । সর্বোপরি , একজন ঈমানদার নামাজের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দারূপে প্রতিষ্ঠা করে । পাশাপাশি বিশ্বভাতৃত্বে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে মানবতাকে লালন করে ।

তথ্যসূত্র

- ✓ ফিকহুস সালাত মুফতি আরিফুল ইসলাম
- ✓ https://www.alkawsar.com/bn/
- ✓ https://www.hadithbd.com
- ✓ http://www.ekushey-tv.com
- ✓ https://www.jagonews24.com/m/religion/news/544064
- ✓ https://m.dailyinqilab.com/article/11918
- ✓ সংগ্রহিত, সংযোজিত ও পরির্মাজিত।